২৫/৭/২০০৩

ভোরের [illegible]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৮ ...

ঢা.বি হলগুলোতে বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার অথচ প্রহসনমূলক তল্লাশি

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলগুলোতে অবৈধ অস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে উঠেছে। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে মিনি ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে পরিচয় পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো যেন 'অতীত ঐতিহ্য' ফিরে পেয়েছে। অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরা হলগুলোতে এসব অবৈধ অস্ত্রের খোঁজে প্রহসনমূলক তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের ভেতরকার সোর্সই অগ্রীম খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে তল্লাশির। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অস্ত্র ভাণ্ডার। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আশি এবং নব্বইয়ের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলগুলো ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণ করতো। এ সময় হলগুলোতে অসংখ্য অবৈধ অস্ত্র থাকতো। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে সে সময় হলগুলোতে চলতো অস্ত্রের রাজত্ব। এসব অস্ত্র উদ্ধারে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হতো না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের হাত ঘুরে হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ছাত্রলীগের হাতে। সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে ছাত্রলীগের ক্যাডার নেতাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু অস্ত্র থাকলেও সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর এই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।

ছাত্রদল তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে হামলা চালিয়ে আবার হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে এ আশঙ্কায় ছাত্রলীগ হলে হলে অস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তোলে।

এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সারা দেশে অবৈধ অস্ত্র তল্লাশির ঘোষণার পরপরই এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দুটি হলে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এই তল্লাশির ফলাফল প্রায় শূন্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, হল তল্লাশিতে কোনো অস্ত্র না পাওয়ার কারণ, হল তল্লাশির খবর হলের নেতৃবৃন্দ আগেই জেনে যায়। সূত্র জানায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভ্যন্তরে থাকা লোকরাই সোর্স হয়ে নেতৃবৃন্দকে হল তল্লাশির খবর জানিয়ে দেয়। এর প্রমাণও পাওয়া গেছে গত ১৭ জুলাই এফ রহমান হল তল্লাশিকালে। তল্লাশির কয়েক দিন আগে এফ রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল থেকেই রাত পৌনে ১০টায় ৫০/৬০ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে এফ রহমান হল

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের সময় পুলিশি তৎপরতা —*ভোরের কাগজ*

ঢা.বি হলগুলোতে বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার

● প্রথম পাতার পর

থেকেই বেশি গুলির আওয়াজ শোনা যায়। হল তল্লাশির মাস খানেক আগে হলের বাগেরহাট গ্রুপের কর্মীরা শরীয়তপুর-মাদারীপুর গ্রুপ কর্মীদের কাছ থেকে একটি দামি উন্নতমানের কাটা রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু তল্লাশিকালে হলের ছাদ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১টি পিস্তল এবং ১টি বন্দুক পাওয়া যায়।

গত ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পাড়ার হলগুলোতে তল্লাশি চালানোর খবরও হলের নেতাদের কাছে পৌছে যায়। পরে এসব হলে আর অস্ত্র তল্লাশির অভিযান চালানো হয়নি।

মোবাইল ফোনের কারণে হল নেতৃবৃন্দ অনেক সময় সহজেই হল তল্লাশি সংক্রান্ত খবর পেয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে ক্যাডারদের সতর্ক করে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম মোবাইল ফোন। সব হলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রলীগের প্রায় সব ক্যাডারের হাতেই এখন মোবাইল ফোন রয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক হলের ক্যাডাররা অন্য হলের ক্যাডারদের সতর্ক করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হল থেকেই রাতে ৫/১০ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেলেও অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় না।

ছাত্রদলের সময়ে হলের অস্ত্রগুলো তারা সংশ্লিষ্ট হলের আবাসিক কোয়ার্টারের শিক্ষক, হলের সেলুন, গাছের কোটরে এবং ক্যান্টিন বয়দের কাছে রাখতো। একটি সূত্র জানায়, হল তল্লাশির খবর আগেভাগে জেনে নিয়ে ছাত্রলীগ এখন একই ফর্মুলা কাজে লাগাচ্ছে।

হল তল্লাশির খবর অনেক সময় সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্ট জানিয়ে দেন এবং অস্ত্র লুকানোর বিষয়টি তারা ম্যানেজ করেন, এই অভিযোগটি করছে ছাত্রদল। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অছাত্রসুলভ মন্তব্য বলে নাকচ করে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মুহসীন হল থেকে গত ২০ জুলাই পুলিশ মাত্র ১টি রিভলবার ও ৩৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এ দিন মাত্র দুটি রুমে তল্লাশি চালানো হয়। ঢাকা কলেজে অস্ত্র তল্লাশিকালেও পুলিশ তেমন কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। এখানেও হল তল্লাশির খবর আগেই জানাজানি হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়ম করেছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়াই হলগুলোতে যে কোনো সময় তল্লাশি চালাতে পারবে। তবে সর্ষেয় ভূত থাকার মতো অবস্থা হলে এ নিয়মেও অস্ত্র উদ্ধার ফলপ্রসূ হবে না বলে অনেকে মনে করছেন।

অবস্থানগত দিক দিয়ে মুহসীন হলের গুরুত্ব বেশি থাকায় বর্তমানে এই হলে সবেচেয়ে বেশি অস্ত্র রয়েছে বলে জানা যায়। এ হলে বর্তমানে ড্যান ওয়েসান ৭.৬৫ পিস্তল, .৩২ তাওরশে রিভলবার, জার্মানির .৩২ রিভলবার, ২টি কাটা রাইফেল রয়েছে বলে সূত্র জানায়। সম্প্রতি নতুন কয়েকটি অস্ত্র এই হলে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৯ এম এম পিস্তল, ২টি শটগান।

সূর্যসেন হলে সম্প্রতি আনা হয়েছে ১টি শটগান এবং ৭.৬৫ স্প্যানিশ পিস্তল। এছাড়াও এ হলে রয়েছে ২টি কাটা রাইফেল, ১টি বিদেশী বন্দুক এবং .৩২ রিভলবার।

এক সময়ে ক্যাম্পাসে শান্ত হল হিসেবে পরিচিত জসীমউদ্‌দীন হলে এর আগে তেমন কোনো অস্ত্র না থাকলেও বর্তমানে বেশ কয়েকটি অস্ত্র হলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে .৩২ রিভলবার, ১টি বন্দুক, ২টি শটগান, ১টি কাটা রাইফেল।

বঙ্গবন্ধু হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগে দুএকটি পুরোনো অস্ত্র থাকলেও বর্তমানে ছাত্রদলের হামলার আশঙ্কায় বেশ কয়েকটি অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২টি কাটা রাইফেল, ১টি শটগ্যান এবং ১টি বিদেশী বন্দুক।

জিয়া হলের ক্যাডারদের কাছে রয়েছে ২টি কাটা রাইফেল। সম্প্রতি এই হলে সংগ্রহ করা হয়েছে ২টি শটগান এবং একটি পিস্তল।

এস এম হলে রয়েছে ২টি বন্দুক, ২টি কাটা রাইফেল ও ২টি পিস্তল।

জহুরুল হক হলের দখলে রয়েছে ১টি রাইফেল, ১টি বিদেশী পিস্তল, ১টি .৩৮ বিদেশী রিভলবার এবং ১টি শটগান।

ছাত্রলীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত জগন্নাথ হলও অস্ত্র সংগ্রহে পিছিয়ে নেই। এই হলের রিপন-স্বরূপ বাহিনীর হাতে রয়েছে ১টি কাটা রাইফেল, একটি ৯ এম এম, .৩২ রিভলবার, ১টি টুটু বোর পিস্তল।

ক্যাম্পাসের ছোট হল এফ রহমান হলে পুলিশের অস্ত্র তল্লাশি চালানোর পরও এই হলে বর্তমানে ১টি কাটা রাইফেল এবং ১টি পিস্তল রয়েছে বলে জানা যায়।

কার্জন হলকেন্দ্রিক এফএইচ এবং শহীদুল্লাহ হলের অস্ত্র সম্ভারের মধ্যে রয়েছে ১টি শটগান, ৩টি কাটা রাইফেল, ৩টি বিভিন্ন ধরনের পিস্তল এবং ১টি বন্দুক। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া হলগুলোর এ সব অস্ত্র সম্ভারের বাইরেও রয়েছে বিভিন্ন অস্ত্র।